প্রথম আলো

তারিখ 28 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পুলিশের যোগসাজশে ছাত্র অপহরণ!

২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছেলেকে ফিরে পান বাবা

কামরুল হাসান ●

অপহরণকারীদের কথামতো ২০ লাখ টাকা নিয়ে বনানীতে যান ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম। বাবু নামের এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে তাঁর কাছ থেকে টাকার ব্যাগটি নিয়ে যায়। তারপর কেবল অপেক্ষা। বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁর মোবাইলে ফোন আসে। সাভারে জয়নাবাড়ীর মকবুল মার্কেটের পেছনে একটি বাড়িতে যেতে হবে তাঁকে। সেখানে গিয়ে ফোন করতে হবে আরেকটি নম্বরে। সাভারে পৌঁছে সেই নম্বরে ফোন করলে হাজির হন শাহনাজ বেগম নামের এক নারী। হাতে চাবি ধরিয়ে দিয়ে একটি কক্ষ দেখিয়ে দেন। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন সাইফুল। ফাঁকা ঘর, আছে শুধু একটি কফিনের মতো বাক্স। অনেক কষ্টে পেরেক লাগানো সেই বাক্স খোলেন তিনি। কাঠের কফিনে অচেতন হয়ে পড়ে আছে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছেলে শফিকুল ইসলাম। সেখান থেকে সোজা হাসপাতালে।

অপহৃত শফিকুল পুলিশকে জানান, তাঁদের বাড়ির ভাড়াটিয়া তসবিহ এবং এম শফি তাঁকে ফোনে ডেকে নিয়ে যায়। তারা বায়িং হাউসে ভালো বেতনে চাকরির কথা বলে তাঁকে জয়নাবাড়ীতে নিয়ে যায়। এরপর হাত, পা ও মুখ বেঁধে কফিনের মতো বাক্সে ঢুকিয়ে আটকে রাখে।

২৩ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটায় মুক্ত হন শফিকুল। অপহৃত হন ১৯ জানুয়ারি দুপুরে। তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, এই অপহরণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন খোদ পুলিশের একাধিক সদস্য। সাইফুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর একমাত্র ছেলে শফিকুল ইসলাম মিরপুর-১-এ বেসরকারি প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে তড়িৎ কৌশল (ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং) বিভাগে পড়াশোনা করেন। ১৯ জানুয়ারি সকালে একটি ফোন পেয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। রাত পৌনে আটটার দিকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি শফিকুলের ফোন থেকে তাঁকে বলেন, 'তোমার ছেলে আমার বসের মেয়ের সঙ্গে খারাপ কাজ করেছে। তিন দিনের মধ্যে ৫০ লাখ টাকা দিতে হবে। তা না হলে ছেলেকে পাবে না।'

ঢাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ এ ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারে, অপহরণকারীদের সঙ্গে কাফরুল থানার পুলিশের একটি দলের যোগসাজশ ছিল। পণের টাকা আদায় করার জন্য চাকরিচ্যুত এক আনসারকে ব্যবহার করে তারা।

পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানতে চাইলে মিরপুর অঞ্চলের উপকমিশনার ইমতিয়াজ আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী ওয়াজেদ আলী ও উপপরিদর্শক (এসআই) শেখ মো. মনিরুজ্জামানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এসআইয়ের সঙ্গে থাকা এক সহকারী উপপরিদর্শক ও দুই কনস্টেবলের ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে।

সাভার থানার পুলিশ জানায়, অপহৃত ছাত্রের বাবা সাইফুল ইসলামের করা মামলায় ফারুক মল্লিক নামে চাকরিচ্যুত এক আনসার সদস্য ও শাহনাজ বেগম নামের এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।

অপহরণকারীরা মুক্তিপণ চাওয়ার পরই সাভার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন সাইফুল ইসলাম। তিনি র‍্যাবকেও বিষয়টি জানান। র‍্যাবের পরামর্শে দুই দিন ধরে অপহরণকারীদের সঙ্গে দরকষাকষি করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২০ লাখ টাকায় রফা হয়। টাকাসহ ২২ জানুয়ারি বেলা দুইটায় সাভারের বলিয়ারপুর বাসস্ট্যান্ডে তাঁকে থাকতে বলে অপহরণকারীরা। র‍্যাবের একজন এএসপিকে নিয়ে তিনি সেখানে গেলে অপহরণকারীরা জানায়, র‍্যাব-পুলিশ নিয়ে এলে ছেলে পাবেন না। এরপর তিনি ফিরে যান এবং পরদিন একাই অপহরণকারীদের কথামতো বনানীতে যান এবং ২০ লাখ টাকা বাবু নামের একজনের হাতে তুলে দেন।

ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ ঘটনা নিয়ে একটি প্রতিবেদন দেন জেলা পুলিশ সুপারের কাছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২১ জানুয়ারি অপহরণকারীরা ছেলেটির বাবাকে জানায়, তাদের পক্ষে ডিবির পরিচয় দেওয়া কিছু লোক পণের টাকা গ্রহণ করবে। ২২ জানুয়ারি তারা আবার জানায়, বেলা দুইটায় বলিয়ারপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে তারা টাকা নেবে। এ খবর পেয়ে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল সেখানে গিয়ে দেখে, র‍্যাবের একটি দলও সেখানে আছে। কিছুক্ষণ পর এলাকার লোকজন র‍্যাব ও পুলিশকে জানায়, পাঁচ-ছয়জনের ভুয়া ডিবির একটি দলকে তারা আটক করেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

পুলিশের যোগসাজশে ছাত্র অপহরণ!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এরপর র‍্যাব ও গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা ওই পাঁচ-ছয়জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, তাদের দলনেতা হলেন কাফরুল থানার এসআই শেখ মো. মনিরুজ্জামান। তাঁর সঙ্গে আছেন সহকারী এসআই জাহিদুর রহমান, কনস্টেবল মনিরুজ্জামান, কনস্টেবল জাবেদ মিয়া ও চাকরিচ্যুত আনসার সদস্য ফারুক মল্লিক। সাভারে আসার কারণ জানতে চাইলে সঠিক জবাব পাওয়া যায়নি। একপর্যায়ে মনিরুজ্জামান র‍্যাব ও গোয়েন্দা কর্মকর্তার কাছে স্বীকার করেন, কারও অনুমতি ছাড়াই ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি সাভারে এসেছেন। সাভারে আসার ব্যাপারে থানাকেও তিনি অবহিত করেননি। কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়াজেদ আলী তদন্ত দলের কাছে দাবি করেছেন, মনিরুজ্জামানের সাভারে যাওয়ার বিষয়টি তিনি জানেন।

সাময়িক বরখাস্ত হওয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী ওয়াজেদ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাকে কেন সাসপেন্ড করা হলো, তা জানি না। থানার সোর্স নিয়ন্ত্রণ করে এসআইরা। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো দায় নেই। যে এসআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে আমার অনুমতি নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে সেখানে গিয়েছিল।' শেখ মো. মনিরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি আমার সোর্সের কাজে সেখানে গিয়েছিলাম। আমি অপহরণকারীদের কাউকে চিনি না। এর সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগও নেই। কিন্তু তার পরও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আমাকে ৩০ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁরা আমার কাছ থেকে কিছুই পাননি।'

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, অপহরণকারীদের পণ আদায়ের স্থান ও অন্যান্য কথার সঙ্গে ডিবি পুলিশের পরিচয় দেওয়া দলটির মিল রয়েছে। এ থেকে তাঁরা ধরে নিয়েছেন, অপহরণকারীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে পণের টাকা নিতেই তাঁরা এই স্থানে আসেন।

জানতে চাইলে ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি প্রতিবেদন তিনি মহানগর পুলিশ কমিশনারের কাছে পাঠিয়েছেন।